কেস স্টাডি
তালায় সিএসও ও শিক্ষার্থী ফোরামের প্রচেষ্টায় সামাজিক প্রতিরোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ

ঘটনার প্রাথমিক তথ্য
কিশোরীর নাম: আছিয়া
পিতা: লিটন গাজী
মাতা: শাহিনা বেগম
বয়স: ১৩ বছর
ঠিকানা: বারাত ডা: হাবিবের বাসার পাশে), তালা, সাতক্ষীরা
বিদ্যালয়: বারাত মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
শ্রেণি: ষষ্ঠ
ঘটনার তারিখ: ১১/০৮/২০২৬

প্রেক্ষাপট: বাল্যবিবাহ এখনও কিশোরীদের শিক্ষা, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই কেস স্টাডির কেন্দ্রীয় চরিত্র ১৩ বছর বয়সী আছিয়া, বারাত মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। পারিবারিক সিদ্ধান্তের কারণে তার বিয়ে আয়োজন করা হলে তার শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎ বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে পড়ে।

যেভাবে ঘটনাটি শনাক্ত হয়: ঘটনার দিন সকালে আছিয়ার বাবা লিটন গাজী হোপ প্রকল্প টিমকে ফোন করে জানান যে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তার অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধে সহায়তা চান। তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

প্রতিক্রিয়া ও তাৎক্ষনিক গৃহীত পদক্ষেপ: ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও তালা উপজেলা সিএসও সদস্যদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ফোরামের সদস্যরা মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করেন। সে সময় আছিয়াকে বিয়ের সাজে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষক ও সহপাঠীদের আহ্বানে সে বিয়ের সাজ ছেড়ে স্কুলের পোশাক পরে নেয় এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার

জন্য প্রস্তুত হয়। এই দৃশ্যটি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধের একটি শক্তিশালী প্রতীক হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থী ফোরামের সদস্যরা এবং শিক্ষকবৃন্দ সহপাঠীর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় জনগণকে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক ও মেয়েটির পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব বোঝান। অন্যদিকে, তালা উপজেলা সিএসও সদস্যরা বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আনতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করেন। ফলে একদিকে বিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে সামাজিক প্রতিরোধ এবং অন্যদিকে প্রশাসনিক উদ্যোগ, দুই দিক থেকেই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর চাপ তৈরি হয়।

প্রশাসনের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ: সিএসও ও কমিউনিটি পর্যায়ের উদ্যোগের পাশাপাশি উপজেলা প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে। প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিয়ের আয়োজন বন্ধ করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। তাদের বাল্যবিবাহের আইনগত ও সামাজিক ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং ভবিষ্যতে বাল্যবিবাহের আয়োজন না করার বিষয়ে মুচলেকা নেওয়া হয়।

ফলাফল ও পরিবর্তন: প্রশাসনের দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপের ফলে আছিয়ার বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে আছিয়া আবার বিদ্যালয়ে ফিরে যায় এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শুধু একটি বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়নি; বরং আছিয়ার শিক্ষার অধিকার, শৈশব ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সুযোগও সুরক্ষিত হয়েছে।

সাফল্যের পেছনে সম্মিলিত ভূমিকা ও গৃহিত এ্যাকশন: এই সাফল্যের পেছনে শিক্ষার্থী ফোরাম, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় জনগণ, সিএসও এবং উপজেলা প্রশাসনের সম্মিলিত ভূমিকা ছিল। শিক্ষার্থী ফোরাম ও শিক্ষকরা সরাসরি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, সিএসও সদস্যরা প্রয়োজনীয় সমন্বয় করেন এবং উপজেলা প্রশাসন আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে।

- প্রকল্প টিম ঘটনার তথ্য পাওয়ার পর দ্রুত বারাত মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী ফোরাম এবং শিক্ষক ও তালা উপজেলা সিএসও সদস্যদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করা হয়।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ফোরামের সদস্যরা আছিয়ার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন বিয়ের আয়োজন চলাকালে শিক্ষক এবং সহপাঠীদের আহ্বানে আছিয়া বিয়ের সাজসজ্জা ত্যাগ করে বিদ্যালয়ে ফেরার প্রস্তুতি নেয়।

- তালা উপজেলা সিএসও সদস্যরা বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আনতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করেন।
- উপজেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিয়ের আয়োজন বন্ধ করেন। এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপজেলায় নিয়ে গিয়ে বাল্যবিবাহের আইনগত ও সামাজিক ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত করনে এবং ভবিষ্যতে বাল্যবিবাহের আয়োজন না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।
- বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা ও শক্ত বার্তা দিতে তালা উপজেলা সিএসও-দের উদ্যোগে ঘটনাটি স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

উপসংহার: আছিয়ার বাল্যবিবাহ বন্ধের ঘটনাটি সময়মতো তথ্য পাওয়া, শিক্ষার্থী ফোরাম ও শিক্ষকদের উদ্যোগ, সিএসও-দের সমন্বয় এবং উপজেলা প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের একটি সফল উদাহরণ। সামাজিক প্রতিরোধের সঙ্গে প্রশাসনের দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপ যুক্ত হলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর ফলাফল অর্জন করা সম্ভব।

প্রকাশিত সংবাদসমূহ:

১. https://khulnatimes24.com/2026/08/11/তালায়-৬ষ্ঠ-শ্রেণির-ছাত্/
২. https://bangonews.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a7%9f%e0%a7%ac%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a0%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a3%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0/
৩. https://sangbad.net/news/14027/

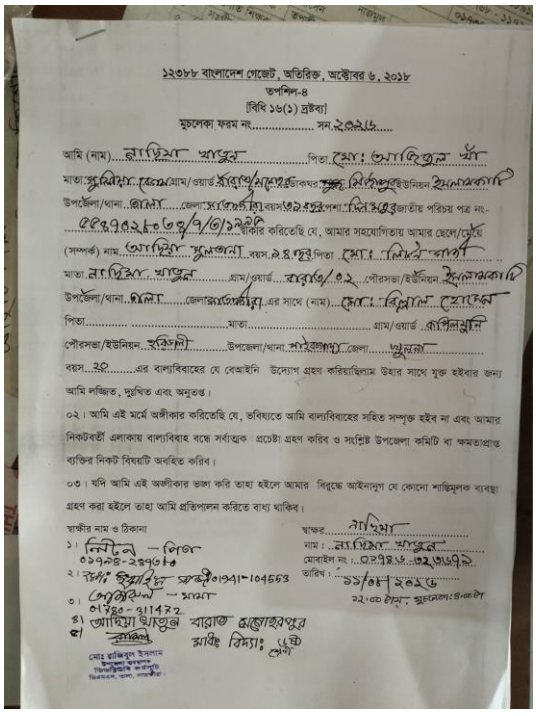

১২৩৮৮ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, অক্টোবর ৬, ২০১৮

তপশিল-৪

[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

মুচলেকা ফরম নং..... সন.২০১৬.....

আমি (নাম).....নাদিমা খাতুন.....পিতা.মোঃ আফিজুল খাঁ

মাতা.সুফিয়া বেগম/ওয়ার্ড নং.....ইউনিয়ন.ইলাবকাটি

উপজেলা/থানা.দিমাং.....জেলা.সাতক্ষীরা বয়স.১৯ বছর পেশা.শিক্ষার্থী জাতীয় পরিচয় পত্র নং-

৫৫৭৭৫২৮৩৭/৭/৩/১৯৯৭ স্বীকার করিতেছি যে, আমার সহযোগিতায় আমার ছেলে/মেয়ে

(সম্পর্ক) নাম.আফিয়া সুলতানা বয়স.৯ বছর পিতা.মোঃ নিজাম বাগদী

মাতা.নাদিমা খাতুন.....গ্রাম/ওয়ার্ড.....বারাত/০২.....পৌরসভা/ইউনিয়ন.ইলাবকাটি

উপজেলা/থানা.দিমা.....জেলা.সাতক্ষীরা এর সাথে (নাম).....মোঃ বিল্লাল হোসেন

পিতা.....মাতা.....গ্রাম/ওয়ার্ড.কাশিমুনি

পৌরসভা/ইউনিয়ন.খুলিলী.....উপজেলা/থানা.কয়রাবাদ.....জেলা.খুলনা.....

বয়স.২০.....এর বাল্যবিবাহের যে বেআইনি উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম উহার সাথে যুক্ত হইবার জন্য আমি লজ্জিত, দুঃখিত এবং অনুতপ্ত।

০২। আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভবিষ্যতে আমি বাল্যবিবাহের সহিত সম্পৃক্ত হইব না এবং আমার নিকটবর্তী এলাকায় বাল্যবিবাহ বন্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিব ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বিষয়টি অবহিত করিব।

০৩। যদি আমি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করি তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে তাহা আমি প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

স্বাক্ষীর নাম ও ঠিকানা

১। নিখিল - পিতা
০১৭১৪-২৪৭০৮০

২। মোঃ ইস্রাফিল সর্দার ০১৩১-১০৫৬৫৩

৩। প্রেমাঞ্জলি - মাতা
০১৭৪০-৩১৮৭২

৪। আফিয়া খাতুন বারাত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫ম শ্রেণী

স্বাক্ষর.....নাদিমা.....
নাম: নাদিমা খাতুন
মোবাইল নং: ০১৭৪৬-৩২৩৬৭৯
তারিখ: ১১/০৮/২০১৬
২২:০৩ টায়, খুলনা: ৪০৫৮

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
দিমাং, সাতক্ষীরা।